নিয়মাবলি

১. গবেষণা প্রবন্ধের কম্পোজ করা পাণ্ডুলিপির দুটি কপি ও একটি সিডি (CD) সরাসরি বা ডাকযোগে প্রেরণ করতে হবে।

২. প্রবন্ধের মূল পাঠ A4 কাগজে ১৪ পয়েন্ট বাংলা 'সুতন্বী এমজে' ফন্টে দুই লাইনের মাঝে ১.৫ ফাঁক রেখে দুই দিকে সমতা (justified) বিধান করে কম্পোজ করতে হবে।

৩. নিবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠায় লেখার শিরোনাম, লেখকের নাম, প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি/পদবি লিপিবদ্ধ থাকবে। মূল প্রবন্ধ শিরোনামসহ দ্বিতীয় পৃষ্ঠা থেকে শুরু হবে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লেখকের নাম থাকবে না।

৪. নিবন্ধের শব্দ সংখ্যা হবে অনধিক ১০,০০০ (দশ হাজার)।

৫. প্রবন্ধ বাংলা একাডেমি প্রণীত *আধুনিক বাংলা অভিধান*-এর বানান অনুযায়ী রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬. প্রবন্ধের শুরুতে ১০০ শব্দের সারসংক্ষেপ থাকতে হবে। বাংলা ভাষায় রচিত প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ বাংলায় এবং ইংরেজি ভাষায় রচিত প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ ইংরেজিতে লেখা বাঞ্ছনীয়।

৭. প্রবন্ধের মূল পাঠে অন্য কোনো উৎসের সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি থাকলে তা একই অনুচ্ছেদে উদ্ধৃতি চিহ্ন (“ ”) ও সূত্রসহ উল্লেখ করতে হবে। তবে উদ্ধৃতিটি ২৫ শব্দের বেশি হলে তা মূল পাঠের নিচে বাঁ দিকে ১/৪ ইঞ্চি ভেতরে (indenting) ১২ পয়েন্টে নতুন অনুচ্ছেদে সূত্রসহ উল্লেখ করতে হবে। এক্ষত্রে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করার দরকার নেই। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্‌ক্তিবিন্যাস অক্ষুণ্ন থাকবে। উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের পরিবর্তন হবে না।

৮. মূল পাঠে সারণি (table) ও চিত্রাদি থাকলে সেগুলোর পর্যায়ক্রমিক সংখ্যা (যেমন : ১, ২, ৩ ...) প্রদান করতে হবে। প্রত্যেক সারণি ও চিত্রের যথাযথ আখ্যা (caption) প্রদান জরুরি।

৯. মূল পাঠে কোনো বিষয় সম্পর্কে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করতে চাইলে তা মূল পাঠের শেষে অন্ত্য-টীকায় (end-note) উপস্থাপন করতে হবে। এ ধরনের টীকা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল পাঠের উদ্দিষ্ট ব্যাখ্যা বা বক্তব্য অধিসংখ্যা (superscript) দিয়ে ([১,২,৩]ইত্যাদি) নির্দেশ করতে হবে।

১০. অন্য কোনো লেখকের উদ্ধৃতি ব্যবহারের নিয়ম :

১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর *নজরুল ইসলাম : কবি ও কবিতা* বইয়ের ২৫২তম পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত অংশটি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপিত হবে :

> চিত্রকল্প প্রধানত বিষয়ের আত্মার চেয়ে বিষয়ের শরীর ফলিয়ে তোলার আকাঙ্ক্ষী। অনেক সময় উপমা, রূপক ও প্রতীক : কবিতার এই সব উপচারের ছদ্মপোশাক প'রে লুকিয়ে থাকে চিত্রকল্প; অবশ্য উপমা, ও প্রতীক মাত্রেই-যে চিত্রকল্প নয়— সে তো বলা বাহুল্য। (মান্নান, ১৯৭৭ : ২৫২)

১১. প্রবন্ধের মূল পাঠের শেষে একটি সহায়কপঞ্জি (reference) থাকবে। এই সহায়কপঞ্জিতে কেবল মূল পাঠে যেসব লেখক ও গ্রন্থের উল্লেখ আছে, তা বর্ণানুক্রমে (alphabetic order) বিন্যস্ত করতে হবে। বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থের জন্য স্বতন্ত্রভাবে সহায়কপঞ্জি রচনা করতে হবে, যেখানে প্রথমে বাংলা বই স্থান পাবে। সহায়কপঞ্জি রচনার নিয়ম নিম্নরূপ :

গ্রন্থ

আহমদ শরীফ (১৯৭৭)। *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*। মুক্তধারা, ঢাকা।

M. A. Rahim (2013). *The History of the University of Dacca*. Dhaka University, Dhaka.

গবেষণা পত্রিকা

আনোয়ার পাশা (১৩৭৫)। 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি ও হিন্দুমেলা'। *সাহিত্য পত্রিকা*, দশম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১২. গ্রন্থের একাধিক লেখক থাকলে তথ্যনির্দেশে সকলের নাম থাকতে হবে।

১৩. প্রকাশিত কিংবা প্রকাশের জন্য বিবেচনাধীন লেখা গ্রহণ করা হয় না।

১৪. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক পত্রিকার দুটি কপি ও নিয়মানুযায়ী সম্মানি পাবেন।

প্রবন্ধ প্রেরণ ও যোগাযোগ

সম্পাদক
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ
ইমেইল : rub.patrika@rub.ac.bd